







রাষ্ট্রপতি গণপ্ৰজাতন্ত্ৰী বাংলাদেশ ঢাকা

> ১৩ বৈশাখ ১৪১৭ ২৬ এপ্রিল ২০১০



পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং ঢাকা চেমার অব কমার্স এক ইভাষ্ট্রি এর যৌথ উদ্যোগে 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১০' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবসটি উপলক্ষে আমি দেশের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, কবি, শিল্পী সাহিত্যিকসহ সূজনশীল কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সবাইকে আন্তরিক হুভেচ্ছা জানাই।

সকল উদ্ভাবন ও সূজনশীল কর্মকান্ডের মূলে রয়েছে মেধাসম্পদ। মেধাসম্পদকে কাজে লাগিয়ে মানুষ জয় করেছে সৃষ্টির অনেক অজানা রহস্য, সম্ভব করে তুলছে অনেক অসম্ভবকে। মেধার বিকাশ, সংরক্ষণ, ও সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে একটি জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌছতে পারে। নব আবিস্কার একদিকে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনে অন্যদিকে পৃথিবীর মানুষকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে যায় । বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'Innovation -linking the world' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি। একশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১, বাস্তবায়নে মেধার সর্বোচ্চ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে আমি যথায়থ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানাই। মেধা ও বুদ্ধিদীও আলোকিত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে দিবসটি উদযাপন তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

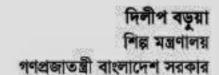
আমি 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১০' এর সাফল্য কামনা করি।

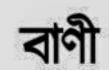
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

DOTALY. মোঃ জিলুর রহমান









WIPO সদস্যভুক্ত দেশ হিসেবে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে ২৬ শে এপ্রিল "বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১০" উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। ২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন World Intellectual Property Organization এর প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় সমর্থনের বহি:প্রকাশ।

জ্ঞান ও মেধা চর্চাকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে মেধাসম্পদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে এ দেশে শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার নিরলস পরিশ্রম করে যাচেছ। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ও আপামর জনগণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা হচেছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন দিক। বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming) ও দারিদ্র - একবিংশ শতাব্দীর এ দুটি চ্যালেঞ্চ মোকাবেলা করে শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্যে আমাদের লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আমি এ দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ ও শিল্পোদ্যোক্তাদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

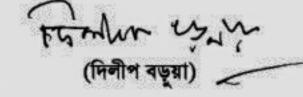
বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেবল মেধাসম্পদ সৃষ্টিই যথেষ্ট নয়, পাশাপাশি মেধাসম্পদের সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবহারের ওপরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। ২০২১ সাল নাগাদ এ দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার মেধাসম্পদ সৃজন, সংরক্ষণ ও যথায়থ ব্যবহারে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মেধাসম্পদ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনসমূহকে আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণ, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের অটোমেশন এবং সর্বোপরি একটি সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এ কার্যক্রমের অন্যতম।

এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Innovation- Linking the World"। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে উদ্ভাবন ও আবিস্কার কে দেখতে হবে বিশ্বজনীন প্রেক্ষিতে। বৈশ্বিক উষ্ণতা ও দারিদ্রোর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা বিশ্ব সম্প্রদায়ের সহযোগিতা চাই। সে দিক থেকে এ বারের প্রতিপাদ্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন বলে আমি মনে করি।

জ্ঞান ও মেধার চর্চার মাধ্যমে আমাদের এ পৃথিবীকে সুন্দর ও স্বপ্লের পৃথিবীতে রূপান্তরিত হোক-বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এই ভভ দিনে আমি এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

২৬ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ ১৩ বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।







শিল্প মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



প্রতিবারের ন্যায় এবারেও "বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১০" উদ্যাপন উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্য সংগঠন ডিসিসিআই এ মহতী উদ্যোগে সহযোগিতা করায় আমি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মানুষের সূজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তির পথ ধরে আসা নতুন নতুন প্রযুক্তি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে সহজ, সুন্দর ও গতিময় করেছে। মানুষের আকাশছোঁয়া আকাজ্ঞা ও নিরন্তর গবেষণা আপাত অসাধ্যকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছে বলে সভ্যতা এগিয়ে যাচেছ।

আমরা উন্নয়নের গতিধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, বেগবান করতে চাই। আবিস্কার ও উদ্ভাবন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। "কেবল প্রযুক্তি উদ্ভাবনই বড় কথা নয়, প্রযুক্তিকে গণমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে মানুষের জীবনযাত্রার মানোরয়নে কাজে লাগানোই হচ্ছে প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সার্থকতা"। জনগণের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে লাগসই প্রযুক্তির সুফল ভোগে জনগণকে সক্ষম করে তোলার জন্যে বর্তমান সরকার ২০২১ সাল নাগাদ এদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরের রূপকল্প ঘোষণা করেছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে আমি সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।

এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে "Innovation-Linking the World"। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে আবিস্কার ও উদ্ভাবনের সুফলকে কোন দেশ ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। প্রযুক্তির সুফল ছড়িয়ে দিতে হবে সমগ্র বিশ্বে। সেদিক থেকে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ও কপিরাইট অফিস মেধাসম্পদ সূজণ, সংরক্ষণ ও যথায়থ ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমান সরকার মেধাসম্পদ সংক্রান্ত আইনসমূহ যুযোপযোগীকরণ ও তা TRIPS Agreement এর সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণকরণ এবং সর্বোপরি মেধাসম্পদ ব্যবস্থাপনায় Automation চালুর জন্য বেশকিছু কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ সকল কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে একটি বিশ্বমানের মেধাসম্পদ অফিস গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি

এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপন একটি বিশেষ কারনে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এবার বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপনের এক দশক পূর্ণ হতে যাছে । বিগত একদশকে মেধাসম্পদ বিষয়ে জনগণের মধ্যে সচেতনতা অনেক বেড়েছে । মেধাসম্পদ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব কিছুই বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপনের ইতিবাচক দিক।

Milestones of Intellectual Property Rights Administration in Bangladesh

Md. Enamul Hoque, Registrar, Dept. of Patents, Designs & Trademarks

IP is the creation of human mind: invention, literary and artistic works and symbols names and images used in commerce. It is of two categories; Industrial Property and Copyright. The former includes patents for inventions, designs, geographical indications, trademarks, trade secrets, utility models, layout designs (topographies) of integrated circuits and many upcoming others. Copyright includes literary works, such as novels, poems, plays, films, musical works and artistic works such as drawings, paintings, photographs, sculpture and architectural designs: Copyrights has some neighboring rights which include those of performing artists, producers of phonograms and those of broadcasters in radio and television programs.

The importance of IP in economic and social development was conceived all over the world in the past and its importance has increased manifold in the context of globalization. With the increasing interdependence of countries on one another, the importance of intangible assets is ever increasing. All countries today run after creating a knowledge based economy, where creativity and invention can flourish to the benefit of all.

IP rights consist of a bundle of rights in relation to certain material object created by the owner. Rights are provided and guarded by the respective laws and rules.

A patent owner, for example, enjoys the exclusive right to use the invention patented, to grant licenses to other to exercise that right or to sell that right to a third person. His such rights are protected by law for a limited period, after which the invention becomes a public property. Other properties, such as trademarks, industrial designs, trade secrets, geographical indication, utility models and layout design of integrated circuits are protected by respective laws and their owners enjoy different rights for specific periods. Any infringers on such rights are liable to be prosecuted by the civil and criminal courts.

Evolution of IP Laws in Bangladesh.

The concept of Patent system is a very old one. In England it began to grow in the 12th century, and by the 14th century, grants of special privilege were being made by the crown to individuals to protect them whilst they established new industries based on imported technology. A Venetrin law of 1474 made the first systematic attempt to protect inventions by a form of patent. In the same century, the invention of moveable type and the printing press by Johannes Gutenberg around 1440 contributed to the birth of the first copyright system in the world. Toward the end of the 19th century, inventive new ways of manufacture led many countries to establish their first modern IP laws. The international IP system also started to take root at that time with two IP treatise the Paris Convention for the Protection of Industrial Property in 1883 and the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works in 1886. Very little is known about the IPR laws before 1911 in the then British India. In India, the first

Act relating to patent was passed in 1856 (Act VI of 1856), which granted certain exclusive privileges to inventors of new manufacturer for a period of 14 years. The act was amended in 1859. Under that Act patent monopolies were called exclusive privilege. In 1872, the Patterns and Designs Protection Act was passed followed by the Protection of Inventions Act of 1883. These Acts were consolidated by the Inventions and Designs Act, 1888. Subsequently The Indian Patents and Designs Act, 1911 (Act II of 1911) was passed replacing all the previous Acts. During the period from 1911 various amendments of this Act were made from time of time. The Patents and Designs Rules were framed in 1933.

Trademarks Act, 1940, is known as the first law on Trademarks in India. Before that Merchandise Marks Act, 1889 (Act IV of 1889) was in force for dealing with marks. In accordance with the Trademarks Act, 1940, Trademarks Rules were first framed in 1942 and was amended in 1963 Trademarks Ordinance was promulgated on 14th February, 2008 i.e. during the period of the last Care Taker Government. The Ordinance was a big step towards modernization of trademarks laws making it compliant with the TRIPS agreement.

The original Copyright Act in this sub-continent was passed in 1912. It was later repealed in 1962 when new Copyright Act was promulgated. In 2000, a Copyright Act was passed in the light of TRIPS Agreement and so Berne Convention. It was also amended in 2005 to incorporate stringent provisions relating to digital era and computer software etc. Copyright Rules, framed in 1967, were also revised in 2006.

Towards change:

Intellectual Property administration received little importance in our country during the past years. Today the government and the people of Bangladesh realize that without the development and protection of intangible assets, an asset poor country like Bangladesh cannot achieve the overarching goal of development. Globalization is the driving force behind such realization.

With the acceleration in the globalization of a world economy that is becoming increasingly knowledge-based, in the last decades, IP was recognized as a trade-related issue. With the adoption of the World Trade Organization (WTO) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (the TRIPS Agreement), the obligations arising from its implementation prompted a comprehensive review of national IP legislation. This process awakened policy-makers in government and in the business sector to the increasing role of IP in development.

The present government has given due emphasis on intellectual property with a view to making the country mid-income one and knowledge based. The new draft of industrial policy pursues encouraging innovation, development and protection of intellectual property and enactment of laws relating to intellectual property compliant with the TRIPS agreement.





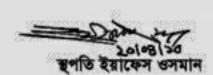
স্থপতি ইয়াফেস ওসমান বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা WIPO এর আহবানে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় ১০ম বারের মতো এবারেও পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপনে বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই ।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'Innovation -Linking the World'' অত্যন্ত সময়োচিত। সদা পরিবর্তনশীল বিশ্বে মানুষের জীবন-মান উন্নত রাখাসহ পৃথিবীকে বসবাসযোগ্য রাখার জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তির উন্নয়ন ও তার সফল প্রয়োগ। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে প্রযুক্তির বিকাশ সাধন হলে এক পর্যায়ে অন্যান্য দেশেও তা ছড়িয়ে পড়ে। প্রযুক্তির উৎকর্ষময় এ বিশ্বে প্রযুক্তি কতটুকু আমরা ব্যবহার করি এটা যেমন বিবেচ্য, তার থেকে বেশী বিবেচ্য প্রযুক্তি সৃষ্টিতে আমরা কতটুকু অবদান রাখছি। কারণ সৃষ্টিশীল জাতিকে বিশ্ববাসী সমীহ করে। আমাদের ভেবে দেখা দরকার আমরা কি সর্বদা প্রযুক্তি ওধু ব্যবহারই করব? প্রযুক্তি সৃষ্টিতে কি কোন অবদান রাখব না?

সরকার স্বল্পতম সময়ে আইসিটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে; আশা করি এর মাধ্যমে প্রযুক্তি সৃষ্টি, লালন ও তার বিকাশ তথা ভিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে সংশ্রিষ্ট সকলে সঠিক দিক নির্দেশনা পাবেন। মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে মেধাকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করে মেধাসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশ সেবায় এগিয়ে আসতে সংশ্রিষ্ট সকলকে উদান্ত আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপনের মহতী উদ্যোগের সফলতা কামনা করি। পরিশেষে বলতে চাই, "মেধাসম্পদ দিবসে যাত্রা হোক প্রযুক্তির বিকাশে।"



Implementation of this policy is urgently required when the govt, wants that industry sector contributes 40% of GDP by the year 2015. Industry sector now contributes only 28% of GDP. With this end in view, the following steps were taken:

(a) The Trademarks Act, 2009 was passed on 24th March, 2009 to make it consistent with the TRIPS requirements;

(b) Draft of the Patent Law is finalized which is waiting for placement before the parliament. Utility Model Law is embedded in this law.

(c) Design Law is drafted separately which is in the process of finalization;

(d) Geographical Indication Law is drafted finally, which may be tabled before the parliament soon; (e) Trade Secret Law and Lay-out Designs of Integrated circuits are being drafted by the legal consultant.

(f) To render on-line service to applicants, capturing of data will start soon as the first step of automation. Software from WIPO will be customised for automation of the whole process of

(g) Almost 50 manpower will be recruited within June, 2010 and they will be trained at home

(h) Many programs are undertaken to make people aware of IP rights and its enforcement. (i) Steps are also taken to popularize IP education in both public and private Universities.

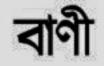
Intellectual Property is an increasingly important generator of economic social and cultural growth and development. A clear understanding of the intellectual property system has, therefore, become a necessity for all those associated with creative and innovative endeavorfrom policy makers and business executives to educators and archivists, as well as artists and inventors themselves. A solid grasp of the mechanics of the system and a keen awareness of its enormous potential and power are key in leveraging the opportunities it offers-at all levels.





প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

> ১৩ বৈশাখ ১৪১৭ ২৬ এপ্রিল ২০১০



জ্ঞান ও মেধা চর্চার মাধ্যমে মেধাসম্পদের বৃদ্ধি ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তুরাম্বিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় এবারও বাংলাদেশে 'বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১০' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত

এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে: Innovation- Linking the World। বিশ্বায়নের বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির প্রভাব কেবল কোন একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। নবসৃষ্ট কোন প্রযুক্তি প্রভাবিত করে সমগ্র বিশ্বকে । সে দিক থেকে এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ।

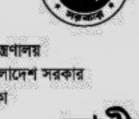
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমি সরকারের এ প্রয়াসে দেশের বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ এবং সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একযোগে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১০ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক 12mon (22N



বাণিজ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



MINISTRY OF COMMERCE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH DHAKA

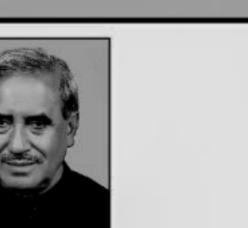
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদ্যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এই উদ্যোগের সাথে সংশ্রিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স এ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্র (ডিসিসিআই) দিবসটি পালনে সহযোগিতা করছে জেনে তাদেরও অভিনন্দন জানাই।

নতুন বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় মেধাসম্পদ ক্রমান্বয়েই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। তাই মেধাসম্পদকে যথাযথভাবে গুরুত্ব না দিলে অচিরেই আমাদেরকে কঠিন বান্তবতার মুখোমুখী হতে হবে। আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃহদাংশ মেধাসম্পদ তথা intangible asset এর সাথে সম্পর্কিত। মেধাসম্পদ বিষয়ে ইতোমধ্যে দেশে কিছুটা সচেতনতা সৃষ্টি হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। তাই মেধাসম্পদের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অনুধাবনের বিষয়টি একদিনের কর্মসূচীতে সীমাবদ্ধ না রেখে সাংবাৎসরিক কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে

WTO এবং TRIPs চুক্তির বাধ্যবাধকতায় আমাদের কিছু নতুন আইন তৈরী করা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন শতাব্দী প্রাচীন পেটেন্ট ও অন্যান্য আইনের যুগোপযোগীকরণ। চলমান Intellectual Property Rights (IPR) Project এর আওতার এ বিষয়ে কাজ তরু হয়েছে। এই বিষয়ে অতি সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে যেন TRIPs Flexibilitiesসহ সংশ্রিষ্ট বিষয় পূজানুপুঞ্জভাবে পর্যালোচনা করে সঠিকভাবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করা যায়।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বন্ধবন্ধ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।





আবুল কালাম আজাদ, এম.পি তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুহাম্মদ ফাব্লক খান, এম.পি

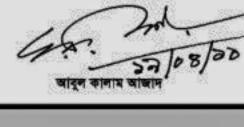
মেধাসম্পদ সূজন, সংরক্ষণ ও যথায়থ ব্যবহারে জনগণকে উদ্ধুদ্ধ করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে WIPO সদস্যভুক্ত দেশসমূহের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১০ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এর সাথে সংশ্রিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার ভভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে জ্ঞানের চর্চাই হচ্ছে সাফল্যের মূল শক্তি। সূজনশীল ব্যক্তিদের মেধা চর্চায় উৎসাহিত করে মেধাসম্পদ (Intellectual Property) সূজনে এগিয়ে আসতে উদুদ্ধ করার জন্যে প্রয়োজন মেধাসম্পদের স্বীকৃতি ও মেধাসম্পদ সংক্রান্ত আইনসমূহের সফল প্রয়োগ। বর্তমান সরকার মেধাসম্পদ সংক্রান্ত আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ ও মেধাসম্পদ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং সর্বোপরি মেধাসম্পদ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপন এদেশের বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, সাহিত্যিক, শিল্পী ও শিল্পোদ্যোক্তাদের মেধাসম্পদ সৃজনে এগিয়ে আসতে উদ্বুদ্ধ করবে এবং মেধাসম্পদ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে বলে আমি দুঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উদযাপনের একদশক পূর্তিতে এবারের বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে "Innovation-Linking the World"। উন্নয়ন ও সমন্ধির মূল শক্তি হচ্ছে আবিস্কার ও উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন ও সমন্ধির অংশীদার হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব। সে দিক থেকে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমি মনে করি। মেধাসম্পদ সূজন, সংরক্ষণ ও যথায়থ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবন-মান উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্যে আমি সমাজের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষকে আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।







World Intellectual Property Organization (WIPO)

Relatively few decades ago, the world remained vast and largely unknown for most people. Travel was costly and long. Knowledge was paper-based and hard to share. Telephone service was, in many places, non-existent. Outside of large cities, access to foreign culture and the arts was limited.

Rapid innovation and its global adoption has transformed our outlook. We are now linked - physically, intellectually, socially and culturally - in ways that were impossible to imagine. We can cross continents in a few hours. From almost anywhere on the planet, we can access information, see and speak to each other, select music, and take and send photographs, using a device

small enough to fit in the palm of a hand.

This universal connectivity, sustained by the Web and wireless technology, has huge implications for the future. With the "death of distance", we are no longer limited by physical location – and the benefits are legion.

Web-based learning frees intellectual potential in previously isolated communities, helping to reduce the knowledge gap between nations. Sophisticated video-conferencing techniques reduce business travel, diminishing our carbon footprint. Mobile telephony, already used by over half the world's population, transforms lives and communities: Solar powered mobiles are helping track disease, run small businesses, and coordinate disaster relief in areas previously out of reach.

Rapid data management and exchange speed the innovation cycle, facilitating collective innovation and promoting mutually beneficial collaboration between companies, research institutions and individuals. At the same time, digital technologies are enabling like-minded people to create virtual platforms from which to work on common projects and goals – such as WIPO's web-based stakeholders' platform, aimed at facilitating access to copyrighted content for the estimated 314 million persons with visual and print disabilities world wide.

Innovative technologies are creating a truly global society. The intellectual property system is part of this linking process. It facilitates the sharing of information - such as the wealth of technological know-how contained in WIPO's free data banks. It provides a framework for trading and disseminating technologies. It offers incentives to innovate and compete. It helps structure the collaboration needed to meet the daunting global challenges, such as climate change and spiraling energy needs, confronting

WIPO is dedicated to ensuring that the intellectual property system continues to serve its most fundamental purpose of encouraging innovation and creativity; and that the benefits of the system are accessible to all - helping to bring the world closer.

Francis Gurry

Courtesy:



আমি বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস ২০১০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

Protect Your IP Rights

Use licensed software. Help our software industry.

Microsoft Bangladesh